R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৩শে মে, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গিপুর পুরসভা গত পাঁচ বছরে এগিয়েছে না পিছিয়েছে বিচার করে ভোট দিন—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ 'আপনাদের পুরসভায় গত পাঁচ বছরে কি কাজ হয়েছে, পুরসভা এগিয়েছে না পিছিয়েছে বিচার করে ভোট দিন'। গত ২১ মে বামফ্রন্টের নির্বাচনী জনসভায় রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে কথাগুলি বলেন পঃ বঃ সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন পঞ্চায়েত বা পুরসভায় ভোটই করেনি। পুরসভাগুলোকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। আর এখন হাজার হাজার মানুষ পঞ্চায়েতে জড়িয়ে আছে। রাজ্যে বর্তমানে ১২২টি পুরসভা, নির্বাচন হচ্ছে ৭৯টিতে আগামী ২৮ মে। আমরা সাধারণ মানুষের হাত শক্ত করতে চাই। পঞ্চায়েত আর পুরসভাই বর্তমানে সরকার। আমিও কিছুদিন পুরমন্ত্রী ছিলাম। পুর ও পঞ্চায়েতে আইন করেই ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেস, বাস্তবায়িত (শেষ পৃষ্ঠায়)

আরও বেশী ক্ষমতা নিয়ে পুরসভায় আসছি—পুরপতি

গত দু দশক ধরে জঙ্গিপুর পৌর রাজনীতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। সিপিএম তথা মহকুমার বামফ্রন্টের প্রধানতম এই নেতা গত দশ বছর ধরে টানা পৌর-বোর্ডের প্রধান। পৌর রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আসন্ন পৌরভোটের প্রাক্কালে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মৃগাঙ্ক। সেই কথোপকথনের নির্বাচিত অংশ।

প্রঃ—এবারের পৌরভোটের হালচাল কেমন বুঝছেন?

উঃ—হালচাল ভালোই। গতবার বলেছিলাম ১৬টাতে জিতবো, জিতেছিলাম ১৩টাতে। এবার আরও বেশী আসন পেয়ে পুরসভায় আসছি। কয়েকটি কেন্দ্রে লড়াই হবে। যেমন ৪নং, ১৫নং, ১৯নং, ২০নং, ১৭নং। কে লড়বে? কংগ্রেসের (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রশ্নপত্র বিভ্রাটে পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কলেজে পরীক্ষা সংকট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ মে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্স পার্ট ওয়ান এর বাংলা চতুর্থ পত্রের প্রশ্নপত্র বিভ্রাটে অরঙ্গাবাদ কলেজের ৩৬ জন ছাত্রকে জঙ্গিপুর কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে চরম নাকালে পড়তে হয়েছে। কলেজসূত্রে জানা যায় ঐ দিন সকালে ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র কলেজে নিয়ে গিয়ে দেখা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্ন থাকলেও বাংলার কোন প্রশ্নপত্র নেই। সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শাসক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁরা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। পরে অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজ থেকে ৩৬টি প্রশ্ন জেরক্স করে আনিয়ে দেড়ঘন্টা বাদে পরীক্ষা শুরু করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন এর ফলে ছাত্রদের দেড়ঘন্টা বাড়তি সময় দেওয়া হয়েছে। এদিকে অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত পত্রিকাকে জানিয়েছেন এ ঘটনা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসংস্কৃতির নমুনা বোঝা যাচ্ছে।

বামফ্রণ্ট সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করলে জঙ্গিপুর রক্তে ভেসে যাবে —অধীর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২০ মে বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জের ৮টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় পথসভায় বক্তব্য রাখেন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। শহরের ৫/৬টি পথসভায় বামফ্রন্টকে হুমকী দিয়ে অধীরবাবু বলে গেলেন, ভোট যুদ্ধে বামফ্রন্ট জঙ্গিপুরে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করলে বা কংগ্রেসীদের উপর অত্যাচার চালালে কংগ্রেসীদের পাল্টা আক্রমণে জঙ্গিপুর রক্তে ভেসে যাবে। তিনি পুরবাসীদের কাছে বার বার এই পুরসভার ভার তাদের হাতে তুলে দেবার আহ্বান জানান। তিনি বহরমপুর পুরসভার তুলনা টেনে বলেন, সেখানে আমরা এলাকার সর্বস্তরের মানুষদের নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে তাদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসীরা বাড়াবাড়ি করলে হাত পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব —মৃগাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ অধীর চৌধুরীর হুমকীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত ২১ মে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নির্বাচনী জনসভায় পাল্টা হুমকী ছাড়লেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন কংগ্রেস বাইরের লোক এনে জঙ্গিপুরে গুন্ডামী করার চেষ্টা করলে তাদের হাত পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব। জঙ্গিপুর বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি। আমরা পুরসভায় ৫ বছরে যা কাজ করেছি তার হিসাবপত্রের পুস্তিকা প্রকাশ্যে এনেছি। অধীরবাবুরা জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, কান্দী, ধুলিয়ান পুরসভার নোংরা পরিবেশের আগে পরিবর্তন আনুন। ভোটে জিতে কংগ্রেস কি করবে তাও মানুষকে বলছে না। শুধু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি করে আমাদের উন্নয়নের চাকা স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

বাজার হতে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ 'অল্ কোয়ায়েট্....'?

'মহাজোট'-এ ধস নামিতেছিল; হয়ত বা তাহা এড়াইতে পারা গেল। বিজেপি (রাজ্যস্তরের) ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি কর্তাদের হস্তক্ষেপে আপাতত স্থগিত রহিল। রাজ্য বিধানসভার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত কোনও রকম সংঘাতে বিজেপি নাকি যাইতে চাহিতেছে না। সুতরাং রাজ্য বিজেপি-কে এখন সংযত হইয়া চলিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

দুইদিন ধরিয়া অনেকেই ভাবিতেছিলেন যে, 'মহাজোট'-এর রবরবা বুঝি বা আর থাকে না। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর ক্ষমতা খর্ব করিতে, তাহাদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস 'মহাজোট' গঠন করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। অনেকেই ভাবিলেন, এক নাটকীয় ব্যাপার বোধ হয়, ঘটিবে। কেননা, মত ও পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি 'কমন ইস্যু'-তে কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস জোটবদ্ধ হইয়াছে। তাই কোথাও দেখা গিয়াছিল 'মহাজোট' সম্পর্কে কৌতূহল, কোথাও স্বস্তিবোধ, কোথাও বা 'ওয়েট এ্যাণ্ড সি' মনোভাব। 'মহাজোট'-এর রণহুঙ্কারকে বাম নেতাদের কেহ 'মহাজোক' বলিলেন; কেহ বিদ্রূপ করিলেন; আবার অনেকে নাকি শঙ্কাবোধ করিলেন।

প্রস্তাবিত এই জোটের লক্ষ্য ছিল আগামী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে রাজ্যকে বামফ্রন্ট শাসনমুক্ত করা এবং তদুদ্দেশ্যে আসন্ন রাজ্য পুরসভা নির্বাচন হইতে প্রস্তুতিপর্ব রচনা করা। কিন্তু কলিকাতা পুরসভার নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতার বিষয়ে গোলমাল দেখা দিল। চরম মন কষাকষি চলিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপি নেতৃত্বের কাহারও কাহারও সহিত বন্দর বেসরকারীকরণ, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি ইস্যুতে রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাদানুবাদ চলিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে পুরসভা নির্বাচনে আসনের দাবীর ব্যাপারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্য বিজেপি-র কোনও নেতা স্বৈরাচারী, গিমিক সর্বস্ব প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা-সমালোচনা করিলেন এবং আসন-রফাকে দূরে ঠেলিয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ মমতা রেলমন্ত্রীত্ব ছাড়িবার এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক এ্যালায়ান্স হইতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাইয়া লইবার মনস্থ করিলেন এবং স্বীয় কর্মধারার পরিবর্তনে প্রস্তুত হইলেন। এই পরিস্থিতি বামফ্রন্টের পালে অনুকূল হাওয়া লাগাইতে চলিল। বাম দল তথা সিপিএম-এর উৎকণ্ঠার অবসান হইতে লাগিল; সুযোগ আসিল সুসংগঠিত প্রচার-কুশলী সিপিএম-এর—'মহাজোট'-এর ঠুনকা ঐক্যের কথা তুলিয়া জনমনকে নিজের অনুকূলে আনার। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মওকা লাভের আশায় অপেক্ষমাণ—যদি মমতা বিজেপি-র সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বদলকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করেন। আর পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় যাঁহারা প্রতিদিন খুন-সন্ত্রাসের শিকার হইতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন, 'মহাজোট'-পর্বত ঐক্য-মূষিক প্রসব করিয়া 'মহাজোক'-এর অবতারণা করিতেছে। অতঃপর মহাশক্তিধরেরা লড়াই করিবেন; আর খুনজখম-লুট-সন্ত্রাসে জেরবার জন-নলখাগড়া ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করিতে ক্ষমতাসীন পক্ষের একান্ত বংশবদ হইতে বাধ্য হইবেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

তবু মন্দের ভাল সংবাদ এই যে, রাজ্য বিজেপি খুশি না হইলেও কলিকাতা পুরভোটে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিজেপি-কে ২৩টি আসন ছাড়িয়া দিতে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত হইয়াছেন। রাজ্য বিজেপি ৪৫টি আসনের দাবীতে অনড় ছিল। একটা সঙ্কট কাটিল ঠিকই। কিন্তু 'মহাজোট' প্রথম দিকে যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা কি পুরাপুরি দেখা যাইবে?

আসছি—পুরপতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোনো প্রচার নেই, সংগঠন নেই। বিজেপির কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। উন্নয়নের কথা নেই। আছে ব্যক্তিগত কুৎসা। ওদের নেতা চিত্ত মুখার্জী উন্মাদ, কখন কি বলে ঠিক থাকে না। আমরা কোনো ব্যক্তি কুৎসার রাজনীতি করি না।

প্রঃ—১৫নং ওয়ার্ড-এর লড়াই কার সঙ্গে?

উঃ—আমাদের পৌরসভার সবচেয়ে জটিল ওয়ার্ড ১৫ নম্বর। এখানে উন্নয়ন হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তবে একজন কাউন্সিলারের দৈনন্দিন কাজ থাকে। সেখানে কেউ মারা গেলে বা অসুস্থ থাকলে তো আমরা কিছু করতে পারি না।

প্রঃ—ঐ ওয়ার্ড কি চিরকাল বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে?

উঃ—ওটা আমাদের বামফ্রন্টের মতে ওপেন সিট। ওখানে কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক দলের প্রার্থী যিনি বাম পৌরবোর্ডকে সমর্থন করবেন এবং অবশ্যই কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধী হবেন তাঁকে আমরা সমর্থন করবো।

প্রঃ—এবারকার নির্বাচনে ফঃ ব্লক আপনাদের শরিক নয়। পৌরবার্ড গঠনের সময় আপনাদের ভূমিকা কি হবে?

উঃ—এটা তো ঠিক ফঃ ব্লক বামফ্রন্টের অংশীদার এবং অনেক সময়ই পঞ্চায়েত বা পৌরভোটে হয় যে আসন সমঝোতা হলো না। তবে এক্ষেত্রে এবার ফঃ ব্লক অন্যায় করেছে। তবে পরিস্থিতি বুঝে তাদের বোর্ডে নিলেও বর্তমান চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ আর পাবে কি না সন্দেহ আছে।

প্রঃ—১৬ ও ১৭নং এর অবস্থা কি বুঝছেন?

উঃ—১৬তে সিপিআই জিতবে। ১৭তে লড়াই হবে। কে জিতবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে রঘুনাথগঞ্জে ফঃ ব্লক কিংবা সিপিআই এর তো আলাদা কোন ভোট নেই। আমরা পুরো শক্তি দিয়ে ১৬নং এ সিপিআইকে সমর্থন দিচ্ছি।

প্রঃ—সিপিআই বারবার সাহা পরিবার থেকেই প্রার্থী দেয়—এতে কি পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়ে যাচ্ছে না?

উঃ—এটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। ওরা কাকে প্রার্থী করবে সেটা ওদের সিদ্ধান্ত।

প্রঃ—এতে কি আপনাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে না।

উঃ—হচ্ছে না তা নয়। তবে এই নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই।

প্রঃ—গত কয়েকবছর ধরেই দেখা যাচ্ছে যে মহিলা সংরক্ষণের জন্য নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতারা বাড়ীর মেয়েদের দাঁড় করাচ্ছেন ও জিতলে পরে তাদের বকলমে নিজেরাই কাজ চালাচ্ছেন। এতে পৌরসভা বা পঞ্চায়েতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না কি?

উঃ—এটা অন্যায়। আমার অভিজ্ঞতা এই-টাই যে জনপ্রতিনিধি হিসাবে মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম কিছু নয়। এই যে রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে যে মহিলা কাজ করছেন তিনি কি খারাপ কাজ করছেন?

প্রঃ—জঙ্গিপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা কেন ঘটছে না?

উঃ—আগামী দিনে পৌরসভায় এ ধরনের কোনো ঘটনা আমরা বরদাস্ত করবো না। যার কাজ তিনি নিজেই করবেন।

প্রঃ—এবারের পৌরভোটে বামফ্রন্ট অনেক প্রার্থী পরিবর্তন করেছে। কারণটা কি?

উঃ—এটা আমাদের নীতির (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুরভোট নিয়ে পুরবাসীরা যা বলছেন

[সরকারী কর্মচারী থেকে ব্যবসায়ী, দিনমজুর থেকে বস্তিবাসী, বুদ্ধিজীবী থেকে নিরক্ষর, প্রবীণ থেকে নবীন সব শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই এবারের পুরভোট পরিক্রমা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরবাসীদের বাদ দিয়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরই কেবল নাম প্রকাশ করা হ'ল।]

ভোটারদের কাছে যে সব প্রশ্ন পত্রিকার তরফে রাখা হয়েছিল ঃ ১) গত পাঁচ বছরে পুরসভা তথা সংশ্লিষ্ট কমিশনারের পরিষেবায় আপনি কতটা সন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ ? ২) এবারও কি বামফ্রন্টের বোর্ড চাইছেন ? ৩) সম্প্রতি পুরট্যাক্স বৃদ্ধি নিয়ে কোন ক্ষোভ আছে ? ৪) পুরসভাকে কোন উপদেশ দিতে চান ?

১৫নং ওয়ার্ডের প্রবীণ শিক্ষাবিদের মতে পুরসভা ভাল কাজ করেছে। বামবোর্ড পুনরায় ফেরার থেকে তিনি পুরসভায় যোগ্য প্রতিনিধি চাইছেন। কর বহনযোগ্য হয়েছে, তবে ঠিক ঠিক পরিমাপ হয়নি। ভবিষ্যতে পুর এলাকার ওয়ার্ড কমিটিতে দলীয় ভিত্তিক প্রতিনিধি না বেছে নিরপেক্ষ যোগ্য লোক চাইছেন। ১৬নং ওয়ার্ডের এক সময়কার দাপুটে কমিশনার বরুণ রায়ের কথায় মহিলা প্রার্থীরা দল বেঁধে এলেও তাদের কেন ভোট দেব, তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি, পুর আইন সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা—প্রশ্ন রাখলে কারও কাছে কোন উত্তর পাচ্ছি না। ১৮নং ওয়ার্ডের শিখা হালদারের প্রশ্ন, বাবু আবার কি মন্ত্রী আসছে শহরে ? রাস্তা নতুন হচ্ছে ! ১৬নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট আইন-জীবীর মতে গত ৫ বছরে কমিশনারকে দেখিনি। ওয়ার্ডে কিছু টিউবওয়েলের প্রয়োজন ছিল। বামবোর্ড চাইলেও তিনি যোগ্য প্রতিনিধি চান। ট্যাক্স নিয়ে তাঁর কোন ক্ষোভ নেই। ১৪নং ওয়ার্ডের এক অধ্যাপকের মতে কাজ যথেষ্ট হয়েছে তবে গৃহ নির্মাণ বিধি ঠিকমতো মানা হয় না। জলনিকাশী ব্যবস্থা খারাপ। ট্যাক্স নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি ছিল না। ১৮নং ওয়ার্ডের কিছু মানুষ কমিশনারের রুক্ষ ব্যবহারের কথা প্রকাশ করেছেন। ১৫নং ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী পার্থসারথি নাথের মতে বাম বোর্ড চাই। ভাগীরথী সেতু তৈরী এই বোর্ডের অভিনন্দনযোগ্য কাজ। তবে ওয়ার্ডের কাজ সন্তোষজনক নয়। ট্যাক্স বৃদ্ধি সমর্থন করি। পুর কমিশনার বা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের পুরসভা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসায় জড়িত না থাকাই উচিত। যারা টাকার বিনিময়ে ভোট কিনতে চাইছেন তারা সমাজের শত্রু, ভোটারদের স্বাধীন মতামতের শত্রু। এই ভোট ব্যবসায়ীদের ক্ষমা করা উচিত নয়। ঐ ওয়ার্ডের তপন রায়ের মতে আগে ভোটে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দাঁড়াতেন। বর্তমানে কোন ভাল লোক ভোটে দাঁড়ান না। কেবল কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা পয়সাওয়ালা ঠিকাদার বা ব্যবসায়ীরাই বাম শাসিত পুরবোর্ডে আসছে। ২০টা ওয়ার্ডের প্রার্থীদের মধ্যে সবাই গরু, রাখাল একটাই। ১১নং ওয়ার্ডের নিজামুদ্দিন সেখ ও সাবিনা বিবির মতে গত ৫ বছরে পুরসভায় বিরোধী পক্ষ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১২নং ওয়ার্ডের এক প্রবীণ গৃহকর্তার মতে শত সমালোচনা থাকলেও রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদের কাছে চাপ সৃষ্টি করে টাকা জঙ্গিপুরে আনার কৃতিত্ব তো পুরপতিরই। ২০নং ওয়ার্ডের এক ব্যবসায়ীর মতে বিধানসভা বা লোকসভায় বামফ্রন্ট জঙ্গিপুর পুর এলাকায় স্বল্প ভোট পেলেও পুরসভায় প্রচুর ভোট পায়। এর কারণ একটাই—বিরোধীদের হাতে পুরসভার ভার তুলে দিতে পুরবাসীরা এখনও ভরসা পাচ্ছেন না। ১৮নং ওয়ার্ডের ভ্যানচালক ভুলু মিঞার মতে কমিশনার ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন —বুঝতেই পারছেন ভোট কাকে দেব। ৮নং ওয়ার্ডের তুলসীচরণ মন্ডল তাঁর ওয়ার্ডের কাজে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে পুরসভা যা কাজ করে তার দশগুণ বাড়িয়ে প্রচার করে। আমরা পুর এলাকায় বাস করে এখনও ঘরে লন্ঠন জ্বালায়, পরিস্রুত পানীয় জল আমাদের কাছে দিবা স্বপ্ন। ১৭নং ওয়ার্ডের অনেক পুরবাসীর একই মন্তব্য। গত ৫ বছরে এলাকায় কাজ করেছে কমিশনার। সে এবার প্রার্থী না হলেও আমাদের যে কোন আপদে বিপদে তাঁকে পাশে পেতে তাদের দলের প্রার্থী ছাড়া এখনই অন্য কাউকে ওয়ার্ডে দেখতে চাই না।

পুরসভায় আসছি—পুরপতি (২য় পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপার। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের তো রাখতেই হচ্ছে।

প্রঃ—এবারের নির্বাচনে আপনাদের মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা বেশী। চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে কি ?

উঃ—আমার মতো অভিজ্ঞ এবং পৌর আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল প্রার্থীর দলে এখনও অভাব আছে। তাই আমাদের দলে চেয়ারম্যান পদ নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রঃ—পৌরসভার সব ওয়ার্ডে সমান কাজ হয় না। এর জন্য কাউন্সিলারের কোনো ভূমিকা আছে ?

উঃ—সব ওয়ার্ডে সমান কাজ তো হবেই না। প্রয়োজন, অগ্রাধিকার, জনসংখ্যা—সব বিষয় বিবেচনা করার পর কাজ হয়।

প্রঃ—ভোটের আগে ট্যাক্স বাড়িয়ে আবার সেটা কমিয়ে দিয়ে কোনো রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইলেন কি ? উঃ—ট্যাক্স বেড়েছে বহু পূর্বে। বর্তমানে সেটা কার্যকর করা হলো। পুরবাসীর আয়, বাসস্থান, পরিবেশ এসব বিবেচনা করে কতটা ট্যাক্স বাড়ানো যায় তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতই স্থির করা হয়েছে।

প্রঃ—পুরসভার জমি জবরদখল করে রাস্তার উপর বাড়ী, দোকান তৈরী করা হচ্ছে। পুরসভা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ কি ?

উঃ—জবরদখল শহরের বিশাল সমস্যা। আগামীতে পুরবাসী, জবরদখলকারী সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই শহরের সৌন্দর্য্য রক্ষার্থে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হঠাৎ কড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন কারণে।

প্রঃ—আপনি গত দু দশক থেকে ১২নং ওয়ার্ডে জিতে আসছেন। এখন কি পৌরসভার যে কোনো ওয়ার্ড থেকে জিততে পারবেন বলে মনে করেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। তবে আমাদের পার্টির মতে দল আমাকে যেখানে দাঁড় করাবে সেখানেই জেতা উচিত। কারণ আমাদের দলে ব্যক্তি নয়—নির্বাচনে লড়ে দল।

প্রঃ—আপনি কি এবার ভোটের ব্যবধান বাড়াতে পারবেন ?

উঃ—ভোট যা পড়বে তার ৮০ শতাংশ পাবো।

জঙ্গিপুর রক্তে ভেসে যাবে—অধীর (১ম পৃষ্ঠার পর)

মতানুযায়ী বোর্ড পরিচালনা করে বহরমপুরকে সাজিয়েছি। জঙ্গিপুর পুরসভা পুরবাসীদের মতামতকে উপেক্ষা করে উন্নয়নের হিসাব প্রকাশ্যে না এনে অর্থের নয়ছয় করেছে। শুধু ব্রীজ আর দ্বীপ দেখিয়ে বামফ্রন্ট ভোট চাইছে। সিপিএম মহকুমায় আর্সেনিক দূষণ বা গঙ্গা ভাঙ্গনের ব্যাপারে উদাসীন থেকেছে। এখন নির্বাচনের আগে মানুষকে খুশি করতে পুর এলাকায় কাজ দেখাচ্ছে। তাই আর বিলম্ব না করে এবার পুরবোর্ডকে বামফ্রন্টের সম্পত্তি থেকে নিজেদের সম্পত্তিতে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান অধীর। আগামী ২৫ মে পুনরায় জঙ্গিপুরের ১২টি ওয়ার্ডে প্রচারে আসছেন অধীর চৌধুরী বলে জানা যায়।

ধুলিয়ানে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাবী সব দলের

স্থানীয় সংবাদদাতা : মহকুমার অন্যতম পৌরসভা ধুলিয়ানে পৌর নির্বাচনে রাজনৈতিক লড়াইএর চিত্র পরিষ্কার নয়। ১৯টি আসনে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট জোট ও তৃণমূল বিজেপি লড়াই করলেও কয়েকটিতে শরিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইও রয়েছে। ১৩ ও ১৪ নম্বরে বামপন্থীদের মধ্যে শরিকী লড়াই রয়েছে। ঠিক তেমনি ৭ নম্বরে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এই পরিস্থিতিতে ধুলিয়ান পৌর রাজনীতির পরিচিত মুখগুলি প্রত্যেকেই প্রায় দল বদলিয়ে নির্বাচনী লড়াইএ অংশ নিয়েছেন। বিজেপি নেতা সত্যদেব গুপ্ত এবার ১৭নং এ তৃণমূল প্রার্থী তরুণ সেন ৬ নম্বরে লড়ছেন কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে। পৌরপ্রধান সফর আলি বাম সমর্থিত নির্দলের তকমা ছেড়ে ৮নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসের প্রার্থী। কংগ্রেস, আরএসপি বদলিয়ে এবার সিপিএম প্রার্থী হিসাবে প্রকাশ সিংহ সফর আলির মুখোমুখি। নির্বাচনে প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নেমেছেন কংগ্রেসের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী, বিধায়ক মইনুল হক ও বামফ্রন্টের নেতা উপমুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। এই পরিস্থিতিতে মূল দুই দল কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাবী করছেন। কংগ্রেসের পক্ষে আবদুল হামিদ সরদারের দাবী তাঁরা ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ও ১৯ এ জিতবেনই। বাকীর মধ্যে ১ ও ২-এ তীব্র লড়াই হবে। তাঁদের বক্তব্য গতবার ১৪ মাস বিজেপির সঙ্গে চলতে গিয়ে তাঁরা বিশেষ কাজ করতে পারেননি। এবার পূর্ণ ক্ষমতায় এসে কাজ দেখাতে চান। তাঁদের মতে সিপিএম বাইরের লোক এনে নির্বাচন জিততে চাইলেও কংগ্রেস বিধায়ক মইনুল হকের নেতৃত্বে তাঁরা তা রুখবেন। অপরদিকে সিপিএমের নেতা রফিজুল ইসলামের দাবী তাঁরা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ১৮নং আসন জিতছেনই। নির্বাচনে ১৪টিতে সিপিএম, ৩টিতে আরএসপি ও ১টিতে ফঃ বঃ লড়ছে। তাঁর দাবী এবারের ভোটে বিজেপি একটিও আসন পাবে না। জনগণ বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা বাঁশের মাঁচা, জলসেচ, মাটি ভরাটের কাজ এমনকি গৃহ নির্মাণের টাকা নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির দুর্নীতিতে পুরবাসী ক্ষুব্ধ। তাঁরা পরিবর্তন চাইছেন, সে কারণেই বামপন্থীদের সুবিধা বেশী। রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার, পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও পরিচ্ছন্ন বোর্ড-এর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগুয়ান বামপন্থীদের মতে তাঁরা এবার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবেন। এদিকে ধুলিয়ানবাসীদের অধিকাংশেরই মতে এবারও কোনো দল এককভাবে এখানে বোর্ড গড়তে পারবে না। নির্বাচন পরবর্তী জোট বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের সম্ভাবনা বেশী বলে অনেকেই মনে করছেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপল সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

বিচার করে ভোট দিন—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছি আমরা। নির্বাচনে আমরা জিতি বা হারি, আমরা দলকে বলি ভোট চাও, মানুষের মতামত যাচাই কর। ১৮ বছর বয়সী ভোটারদের ভোটাধিকার আমরা দিয়েছি। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছি। কংগ্রেস আমলে পুরসভা মানে ছিল কলকাতা—সব টাকা সেখানেই ঢালা হ'তো। আমরা ক্ষমতায় এসে অর্দ্ধেক টাকা পঞ্চায়েত ও পুরসভার উন্নয়নে দিয়েছি। কংগ্রেস ৫২ বছর ধরে পাপ করার ফলে আজ মুছে যাচ্ছে। গরীব মানুষ কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, বিজেপি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িয়ে বড়লোকদের ব্যবহৃত জিনিষের দাম কমিয়েছে। দেশকে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। মসজিদ ভেঙ্গেছে। সেখানে নাকি রাম জন্মেছিল। কোনদিন বলবে তাজমহলের নীচে হনুমান জন্মেছিল। আর এই দলের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের এ রাজ্যে এনেছে। দুই বিপরীত মেরুর দুই নেতা গান্ধীজী (কংগ্রেস) আর নাথুরাম গডসে (বিজেপি) মিলেমিশে জোট করছে। কোন নীতি বা আদর্শের বালাই নেই। তৃণমূলের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেন, ওটা একটা উচ্ছৃঙ্খল দল। কলকাতা পুর-ভোটে প্রার্থী বাছাই করতে প্রকাশ্যে মারামারি করছে। সভার প্রথমে পুর এলাকার বিস্তারিত উন্নয়নের বিবরণ দিয়ে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া জেলা চেয়ারম্যান মধু বাগ ও বামফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও পুরভোটে বাম প্রার্থীদের সমর্থনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।